



217496 - সকাল-সন্ধ্যার যাকিরিসমূহ

প্রশ্ন

আমি চাই যে, আপনারা সকাল-সন্ধ্যার যাকিরি সম্পর্কে বর্ণনা সহি হাদিসগুলো আমাকে সংকলন করে দেন। যাত্নে করে এটি আমাদে জন্ম প্রতদিনি সকাল-সন্ধ্যার যাকিরি করার ক্ষেত্রে একটি রিফরেন্স হতে পারে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এটি সকাল-সন্ধ্যার যাকিরিরে ব্যাপারে বর্ণনা সহি হাদিসগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ও উপকারী সংকলন:

ইমাম বুখারী (৬৩০৬) শাদ্দাদ বনি আওস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, সাইয়্যদুল ইস্তিগফার (শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার) হল:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্দুকা, ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু। আ'উযু বকিা মনি শাররী মা সানা'তু, আবুউ লাকা বনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়া আবুউ বযিম্বী। ফাগফরি লী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফরিয় যুনুবা ইল্লা আনতা)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার রব্ব, আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাওহীদরে) অঙ্গীকার ও (জান্নাতরে) প্রতিশ্রুতির ওপর রয়ছি। আমি আমার কৃতকর্মেরে অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে যে নয়োমত দিয়েছেন আমি তা স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া পাপরাশি ক্ষমা করার কেউ নাই।) তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি দিনেরে বলায় একীনের সাথে এ বাক্যগুলো বলবে এবং সে দিন সন্ধ্যার আগে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতরে অধিবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতেরে বলায় এ বাক্যগুলো বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতরে অধিবাসী হবে।"

ইমাম মুসলিম (২৬৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বহিমদহী) (অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি) সকালে একশত বার ও সন্ধ্যায় একশত বার পড়বে, কয়ামতের দিন তার চয়ে উৎকৃষ্ট কিছু কটে নিয়ে আসতে পারবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে তার মত বলবে বা তার চয়ে বেশি আমল করবে।"

ইমাম মুসলিমি (২৭০৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! গত রাত্রে আমাকে একটা বচিছু কামড় দিয়ে কী কষ্টটাই না পয়েছে! তিনি বললেন: তুমি যদি সন্ধ্যাকালে বলতে: **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** (উচ্চারণ: আ'উযু বকালিমা-তল্লি-হতি তা-ম্মাতি মনি শাররা মা খালাক্বা)। (অর্থ: আল্লাহর পরপূর্ণ কালমোসমূহের উসলিয় আমি তাঁর নকিট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই) তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হত না।

আবু রাশদে আল-হুবরানি থেকে ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (৬৮১২) ও ইমাম তরিমযি তাঁর সুনান গ্রন্থে (৩৫২৯) হাদিস বর্ণনা করেন ও হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়তি করেন, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ বনি আমর বনি আল-আস (রাঃ) এর কাছে এসে বললাম: আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনছেন সেখান থেকে আমাদেরকে হাদিস শুনান। তখন তিনি আমার সামনে একটা সহফা (নোট খাতা) পশে করে বললেন: এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য লিখেছেন। আমি সে সহফাতে নজর দিয়ে পেলোম যে, আবু বকর (রাঃ) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যখন সকালে উপনীত হই ও সন্ধ্যায় উপনীত হই তখন কী বলব আমাকে শিখিয়ে দনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ইয়া আবু বকর! আপনি বলুন:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ফা-ত্বরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা, আ-লমাল গাইব ওয়াশ্শাহা-দাতি, লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা, রব্বা কুল্লি শাই'ইন ওয়া মালীকাহু, আ'উযু বকি মনি শাররা নাফসী ওয়া মনি শাররশি শাইত্বা-নি ওয়া শরিকহী, ওয়া আন আক্বতারফি 'আলা নাফসী সুওআন আও আজুররাহু ইলা মুসলিমি) (অর্থ: হে আল্লাহ! হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! হে গায়বে ও উপস্থিতিরে জ্ঞানধারী! আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। হে সব কিছুর রব্ব ও মালিক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনষ্টি থেকে এবং শয়তানের অনষ্টি থেকে ও তার শরিক বা ফাঁদ থেকে এবং আমার নিজের কোন ক্ষতি করা অথবা কোন মুসলিমের ক্ষতি করা থেকে।)

আবু দাউদ (৫০৭৪) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলো ও সন্ধ্যা বেলো এ দোয়াগুলো পড়া বাদ দতিনে না:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ

مِنْ تَحْتِي

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফয়াতা ফদিদুনইয়া ওয়াল আ-খরাহ। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফয়াতা ফী দীনী ওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহলী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর ‘আওরা-তী ওয়া আ-মনি রাও‘আ-তী। আল্লা-হুম্মাহফাযনী মম্বাইনইয়াদাইয়্যা ওয়া মনি খালফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া শমী-লী ওয়া মনি ফাওকী। ওয়া আ‘উযু ব‘আযামাতকি আন উগতা-লা মনি তাহ্তী)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখরোতে কৃষমা ও নরিপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কৃষমা ও নরিপত্তা প্রার্থনা করছি আমার দ্বীনদারি ও দুনিয়ার, আমার পরিবার ও সম্পদরে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে নরিপত্তায় পরিণত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হফাযত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পছিনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরে দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের উসীলায় আশ্রয় চাই আমি নিচি থেকে হঠাৎ ধ্বংস হওয়া থেকে)। [আলবানী 'সহিহ আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন।]

আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে (৫০৬৮), তরিমযিহি তাঁর সুনান গ্রন্থে (৩৩৯১), নাসাঈ তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে (১০৩২৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সকাল বেলো বলতেন:

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أُمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বকি আসবাহ্না ওয়াবকি আমসাইনা ওয়াবকি নাহইয়া, ওয়াবকি নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। আপনার অনুগ্রহে আমরা বকিালে উপনীত হয়েছি। আপনার দ্বারা আমরা বেঁচে থাকি। আপনার দ্বারা আমরা মৃত্যুবরণ করি। আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।) এবং যখন সন্ধ্যাতে উপনীত হতেন তখন বলতেন:

اللَّهُمَّ بِكَ أُمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বকি আমসাইনা, ওয়া বকি আসবাহ্না, ওয়া বকি নাহইয়া, ওয়া বকি নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাছরি)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনার অনুগ্রহে আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। আপনার দ্বারা আমরা বেঁচে থাকি। আপনার দ্বারা আমরা মৃত্যুবরণ করি। আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।) আলবানী সহিহ সুনানে তরিমযিহি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন।

ইমাম বুখারী (৬০৪০) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন

যে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লা শাই’ইন ক্বাদীর)। (অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কছির ওপর ক্বমতাবান) দিনে একশত বার বলবে- এটা তার জন্য দশজন দাসমুক্তির অনুরূপ হবে, তার জন্য একশত সওয়াব লেখা হবে, সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষা হবে। সে যে সওয়াব পাবে আর কউ তার চেয়ে উত্তম সওয়াব পাবে না; তবে হ্যাঁ কউ যদি তার চেয়ে বেশি আমল করে সে পাবে।

আবু দাউদ (৫০৭৭) আবু আইয়াশ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হলে বলে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লা শাই’ইন ক্বাদীর)। (অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই, তাঁর কোনও শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কছির ওপর ক্বমতাবান) সটো তার জন্য ইসমাইলরে বংশধর একজন দাসমুক্তির সমান, তার জন্য দশটি সওয়াব লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ মাফ করা হয়, তার ১০ স্তর মর্যাদা উন্নীত করা হয় এবং সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত এটা তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষাকারী হয়। যদি সন্ধ্যায় উপনীত হলে এ বাক্যগুলো পড়ে তাহলে সকাল হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি সমধরণে সওয়াব পায়।"[আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতমো (রাঃ)কে বলেন: আমি তোমাকে যা ওসয়িত করছি তা শুনতে কসি তোমাকে বাধা দেয়? তুমি যখন সকালে উপনীত হবে কিংবা সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন বলবে:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

(উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বরিহ্মাতকি আস্তাগীসু, আসলিহী লী শা’নী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকলিনী ইলা নাসী তাবরফাতা ‘আইন)। (অর্থ: হে চরিত্রজীব, হে চরিত্রস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করছি। আপনি আমার সার্বকি অবস্থা সংশোধন করে দিন। আর আমাকে আমার নিজের কাছে নমিষেরে জন্মও সোপর্দ করবেন না।)[আলবানী হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন]

ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে (২৭২৩) ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

(উচ্চারণ: আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু ললিলাহি, ওয়ালহামদু ললিলাহি, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। রব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী হা-যহিলি লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বা'দাহা, ওয়া আ'উযু বকি মনি শাররিমা ফী হা-যহিলি লাইলাতি ওয়া শাররিমা বা'দাহা, রব্বি আউযু বকি মনিাল কাসালি ওয়া সুইল-কবিরি। রব্বি আ'উযু বকি মনি 'আযাবনি ফনিনা-রি, ওয়া আযাবনি ফলি ক্বাবরি।) (অর্থ: আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এমতাবস্থায় যে, সমস্ত রাজত্ব ও সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তাঁর কোনোটো শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সর্ববিশিষ্ট কৃপমতাবান। ইয়া রব্ব! এ রাত ও এর পরের রাতগুলোতে যে কল্যাণ আছে আমি আপনার কাছে সে সব কল্যাণ পতে প্রার্থনা করছি এবং এ রাত ও এর পরের রাতগুলোতে যে অকল্যাণ আছে, আমি সেগুলো থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। ইয়া রব্ব! আমি আপনার কাছে অলসতা ও মন্দ বারধক্য থেকে আশ্রয় চাই। ইয়া রব্ব! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ও কবরের যে কোন শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।)

এবং যখন সকালে উপনীত হতেন তখনও দোয়াটি বলতেন এভাবে: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ (উচ্চারণ: আসবাহনা ওয়া আসবাহল মুলকু ললিলাহ) (অর্থ: আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এমতাবস্থায় যে, সমস্ত রাজত্ব আল্লাহর জন্য)

ইমাম আহমাদ (১৮৯৬৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদমে থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "কোন মুসলিম যখন সকালে উপনীত হয় কথিবা সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখন যদি ৩ বার বলে:

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

(উচ্চারণ: রযীতু বলিলা-হি রব্বান, ওয়াবলি ইসলা-মি দীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদনি সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবয়্যিযান)। (অর্থ: আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট) আল্লাহর কাছে তার অধিকার হয়ে যায় তাকে কয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা। [মুসনাদ গ্রন্থে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে 'সহিহ লি গাইরহি' বলছেন]

আব্দুল্লাহ বনি খুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলছেন: "তুমি যখন

সন্ধ্যায় উপনীত হবো কিংবা সকালে উপনীত হবো তখন তুমি **اللَّهُمَّ احْدِثْ** (সূরা ইখলাস) ও মুআওয়যীতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) ৩ বার পড়বে। এটি তুমোক সবে কিছু থেকে রক্ষা করবে।" [সুনানে তরিমযি (৩৫৭৫) তরিমযি বলছেন: হাদিসটি সহি; সুনানে আবু দাউদ (৫০৮২), ইমাম নববী 'আযকার' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১০৭) হাদিসটিকে সহি বলছেন, ইবনে হাজার তাঁর 'নাতায়জিল আফকার' গ্রন্থে (২/৩৪৫) এবং আলবানী 'সহিহুত তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলছেন।

উসমান বনি আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে, "যে ব্যক্তি ৩ বার বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(উচ্চারণ: বস্মিল্লা-হল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মা'আ ইস্মাহী শাইউন ফলি আরদ্বি ওয়ালা ফসি সামা-ই, ওয়াহুয়াস সামী'উল 'আলীম)। (অর্থ: আল্লাহর নামে (সকল অনিষ্ট থেকে সাহায্য চাই), যার নাম (স্মরণের) সাথে আসমান ও যমীনে কোনেও কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী) সে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত কোন আচমকা বপিদে আক্রান্ত হবে না। যে ব্যক্তি সকাল বেলো এ বাণীগুলো ৩ বার পড়বনে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি কোন আচমকা বপিদে আক্রান্ত হবনে না।" [সুনানে আবু দাউদ (৫০৮৮)]

তরিমযির বর্ণনা (৩৩৮৮) তে রয়েছে: "কোন বান্দা যদি প্রত্যেকে দিনি সকালে ও রাত্রে ৩ বার করে পড়বে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

(উচ্চারণ: বস্মিল্লা-হল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মা'আ ইস্মাহী শাইউন ফলি আরযি ওয়ালা ফসি সামা-ই, ওয়াহুয়াস সামী'উল 'আলীম) কোনেও কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।" [তরিমযি বলেন: এটি একটি হাসান গরীব হাদিস; ইবনুল কাইয়যমে যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২/৩৩৮) হাদিসটিকে সহি বলছেন এবং আলবানী 'সহিহ আবু দাউদ' গ্রন্থে সহি বলছেন]

আবু দাউদ (৫০৮১) আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার পড়বনে:

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ □ (উচ্চারণ: হাসবযী আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশলি আযমি) (অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তাঁর উপরই আমি তাওয়াক্কুল করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি) আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা দূর করে দবিনে।" এটি মাওকুফ হাদিস; কিন্তু এ ধরণের হাদিস মারফু হাদিসের পর্যায্যভুক্ত। শাইখ বনি বায এর সনদকে জাইয়যদে বলছেন।

ইমাম মুসলিম (২৭২৬) জুওয়াইরযী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভোর বেলো ফজরের নামায পড়ার জন্য তার কাছে বেরিয়ে গলেন। সে সময় জুওয়াইরযী জায়নামাযে ছিলেন। পূর্বাহ্নের পর তিনি ফরিয়ে আসলেন তখনও জুওয়াইরযী জায়নামাযে বসা ছিলেন। তিনি বললেন: আমি যাওয়ার পর থেকে তুমি এ অবস্থায় আছ?



জুওয়াইরিয়া বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি ৪টি বাক্য ৩ বার পড়ছি। সে বাক্যগুলো যদি
ওজন করা হয় তাহলে তুমি আজকে সারাদিনে যা পড়ছে সেগুলোর সমান হবে: **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ**
وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (উচ্চারণ: সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদহী ‘আদাদা খালক্বহী, ওয়া রযী নাফসহী, ওয়া যনাতা
‘আরশহী, ওয়া মদি-দা কালমি-তহী)। (অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি- তাঁর সৃষ্ট
বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নজিরে সন্তোষের সমান, তাঁর ‘আরশের ওজনরে সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কাল
পরমাণ)।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।